▫ কৌটিল্য আরও উল্লেখ করেছেন যে সেনা বংশানুক্রমিক ভাবে অনুগত পরিবার থেকে বাছাই করে নিযুক্ত করা উচিত, এতে সৈনিকের পরিবার সন্তুষ্ট থাকে যুদ্ধের সময় এই পরিবারের সেনা রাজার পাশে থেকে রাজার সুখ দুঃখের ভাগীদার হয়।

(vii) মিত্র:— রাষ্ট্রের সপ্তম উপাদানটি হল মিত্র। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে মিত্রকে বলা হয় সুহৃৎ। কৌটিল্যের মতে মিত্রকেও বংশানুক্রমিক হতে হবে। এবং তাকে কৃত্রিম বন্ধু হলে চলবে না। বন্ধুত্ব সেখানেই সম্ভব যেখানে একজন অপরের জন্য ত্যাগ করে না [illegible] অসময় আনুগত্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রতিদানের আশায় থাকে না কৌটিল্যের মতে মিত্র বলতে যেমন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি বর্গকে বোঝায়। তেমনি পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মিত্ররাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনীতিকে বোঝায়।

কেন্দ্রবিন্দু রাজা। ফলে কৌটিল্যের ~~প্রধান কেন্দ্র~~ সম্পূর্ণ যুক্ত দুর্বল রাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। রাজ্যের সপ্তঅঙ্গের মধ্যে কৌটিল্য রাজাকে প্রধান আসনে বসিয়ে দিলেন। স্বামী বা রাজা বলতে বোঝায় প্রধান বা প্রভু।

(ii) অমাত্য (মন্ত্রী):— রাজার বিশ্বস্ত সহকর্মী, সেই জন্য রাজার উচিত যোগ্য অমাত্য নিয়োগ করা, তাদের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করা। অমাত্য নিয়োগ নিযুক্ত বা পুনর্বহালের প্রশ্নে কৌটিল্য তার মত প্রকাশের আগে তিনি তার পূর্বসূরী কয়েকজন ব্যক্তির মতামত বিচার করে দেখাতেন। অমাত্য বংশানুক্রমিক ভাবে যে পরিবারকে দেওয়া হয়ে আসছে সেই পরিবার থেকে অমাত্য নিয়োগ করা উচিত। অবশেষে রাজা নিজে তার নতুন জ্ঞান তথা বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি যাচাই করে তাকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করবেন। রাজার উচিত উচ্চকুল, উচ্চবিচার, ক্ষমতা ও সাহসী সম্পূর্ণ অনুভব প্রবল ব্যক্তিকে অমাত্য নিযুক্ত করা।

(iii) জনপদ:— জনপদ বলতে জনগণ ও ভূ-খণ্ড উভয়কে বোঝানো হয়েছে। জনপদে থাকবে সুন্দর জলবায়ু, উর্বর জমি এবং কৃষিশ্রেণির প্রবল পরিশ্রমে কৃষি উৎপাদন করবে, কৌটিল্যের জনপদে জনবসতির বৃদ্ধির কথা উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন জনশক্তি রাজ্যের আসল শক্তি। রাজ্যের জনগণের বসবাস স্থাপনের ক্ষেত্রে জনপদ স্থাপনের বিচার তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে প্রত্যেক জনপদে অন্তত কমপক্ষে একশত ঘর এবং সর্বাধিক পাঁচশত ঘর থাকবে। জনপদ মূলত কৃষিভিত্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ এলাকার কৌটিল্যের রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র অংশ।

(iv) দুর্গ:— প্রাচীন অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে দুর্গের কথা প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য বর্ণিত দুর্গ তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গের গুরুত্বগুলো উপলব্ধি করে একে রাজ্যের সপ্ত অঙ্গের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে না দেখালেও দুর্গের প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারেনি। কৌটিল্যের রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিরাপত্তার কারণে কেন্দ্রীয় স্থলে বা চারিদিকে দুর্গ নির্মাণের কথা বলেছিলেন। দুর্গের আর একটি নাম হল 'পুর'। দুর্গকে সংক্ষিপ্ত রাজধানী বলা হয়।

(v) কোষ:— কোষ হল রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র উপাদান শক্তি ও বৈধ নীতিতে রাজস্ব সংগ্রহ করতে হয় এবং এই সমস্ত শুধুমাত্র রাজার হাতে থাকে। কৌটিল্য বলেছেন — "যে রাজা রাজস্ব সংগ্রহে উদাসীন থাকেন রাজলক্ষ্মী তাকে ত্যাগ করে চলে যান।" সুতরাং রাজকার্যে সকলক্ষেত্রে এবং সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও অর্থ মূল অপরিহার্য উপাদান

(vi) সেনা:— দণ্ড হল বলপ্রয়োগের শক্তি। সেনাবাহিনীর মধ্য দিয়ে এটি প্রকাশিত হয়। শক্তিশালী সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের সুদৃঢ় অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। কৌটিল্যের স্থায়ী সেনাবাহিনীর রক্ষার লক্ষ্যে মত দিতে গিয়ে বলেছেন — "সেনাবাহিনীতে নিয়মিত বেতন প্রদান এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত সমস্ত সামগ্রিক সরবরাহ করা প্রয়োজন।

(৩) বনদুর্গা।

1. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রচলিত ভারতের যুদ্ধকলা সম্পর্কে আলোচনা করো।

অথবা — কৌটিল্যের যুদ্ধদর্শনে রাজ্য গঠনে সপ্তাঙ্গের বিশ্লেষণ করো।

অথবা = কৌটিল্যের রাজ্যগঠন সম্পর্কে আলোচনা করো।

=> কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে বিশ্বের একটি বিজ্ঞান রাষ্ট্র বিজ্ঞান শাস্ত্র নামে অভিহিত করা যায়। একজন জ্ঞানী রাজাকে কী ভাবে রাজ্য চালনা করতে হবে তার দিকে দর্শনের রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে রাজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য বা কৌটিল্য অর্থাৎ চাণক্য অথবা বিষ্ণুশর্মা নামে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পুস্তকটি রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি অর্থনীতির পাশাপাশি রাজ্য গঠন, কূটনীতি, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি এবং রাজনীতিবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তকে একজন জ্ঞানী রাজা কী ভাবে তার প্রজাকে রক্ষা করে। সাধারণ প্রজার কল্যাণে কী ভাবে রাজ্য শাসন করবেন তাঁর খুঁটিনাটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কৌটিল্য ছিলেন কল্যাণ হিত রাষ্ট্রের প্রবক্তা। রাজ্য শান্তি বজায় রাখতে তিনি যুদ্ধের আশ্রয় নেওয়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কৌটিল্যের মতে এমনকিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে যুদ্ধের পরিহার করা যায় না। তেমনি করলে যুদ্ধের জন্য সবসময় প্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন তাই তিনি বলেছেন — "ক্ষমতার বল, ক্ষমতা মনের পরিবর্তন আনে।" কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ভারতের প্রাচীন যুদ্ধকলার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার উল্লেখ করো—

① কৌটিল্যের যুদ্ধদর্শন:— প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রাজ্যের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সাতটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে রাজ্য গঠিত হয়। কৌটিল্য বলেছেন এই সাতটি অঙ্গকে একসাথে সপ্তাঙ্গ বলে। (i) স্বামী (রাজা), (ii) অমাত্য (মন্ত্রী), (iii) জনপদ, (iv) দুর্গ (v) কোষ (কোষাগার), (vi) মিত্র (vii) দণ্ড (সেনা)।

¤ রাজ্যের সপ্তাঙ্গের বিশ্লেষণ:—

(i) রাজা (স্বামী):— ঐতিহাসিকদের মতে কৌটিল্যের প্রধান